বসরার এক মসজিদে একজন বৃদ্ধ আলেম ছিলেন — নাম তার আবু সাঈদ।

তাঁর ইলম ছিল গভীর, কিন্তু কথা বলতেন কম। মানুষ আসত, প্রশ্ন করত — তিনি কখনো দীর্ঘ উত্তর দিতেন না। একটি বা দুটি বাক্য বলতেন, তারপর চুপ হয়ে যেতেন।

একদিন এক তরুণ এলো। সে বড় বড় মাদ্রাসায় পড়েছে, অনেক কিতাব মুখস্থ করেছে। সে এসে জিজ্ঞেস করল:

"শায়খ, আপনি এত কম কথা বলেন কেন? আপনার তো অনেক জ্ঞান আছে। মানুষকে বেশি শেখান না কেন?"

আবু সাঈদ কিছুক্ষণ চুপ রইলেন।

তারপর বললেন:

"তুমি কি কখনো দেখেছ, গভীর কূপ থেকে পানি তুলতে হলে সময় লাগে? কিন্তু অগভীর নালা থেকে পানি তাড়াতাড়ি আসে — তবে সেই পানি ঘোলা।"

তরুণ বুঝল না। বলল, *"মানে?"*

শায়খ বললেন:

"যে বেশি জানে, সে কম বলে। কারণ সে জানে — প্রতিটি কথার হিসাব দিতে হবে।"

তরুণ লজ্জা পেয়ে মাথা নামাল। সে বলল:

"শায়খ, আমি অনেক কিতাব পড়েছি — কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই। কেন?"

আবু সাঈদ এবার সরাসরি তার দিকে তাকালেন। বললেন:

"কিতাব পড়লে মাথা ভরে। আমল করলে বুক ভরে। তুমি কি শুধু মাথা ভরিয়েছ, বুক ভরাওনি?"

তরুণের চোখ ভিজে এল।

সে বলল, *"তাহলে আমি কী করব?"*

শায়খ বললেন:

"আজ রাতে একটাই কাজ করো। একটি আয়াত পড়ো — শুধু একটি। কিন্তু পড়ার আগে ভাবো — এই কথা আল্লাহ আমাকে বলছেন। তারপর দেখো কী হয়।"

তরুণ সেই রাতে ঘরে ফিরল।

সে কুরআন খুলল। প্রথম যে আয়াতে চোখ পড়ল:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

“আমি কি তোমার বুককে প্রশস্ত করে দিইনি?”

— সূরা আশ-শারহ, ৯৪:১

সে আয়াতটি পড়ল। বন্ধ করল। আবার পড়ল।

হঠাৎ তার মনে হলো — এই কথা আল্লাহ তাকে বলছেন। শুধু তাকে। এই মুহূর্তে।

সে বইটি বুকে চেপে ধরল।

সেই রাতে সে কাঁদল — এমন কান্না যা আগে কখনো আসেনি। কোনো দুঃখের কান্না নয়। এ ছিল এমন কান্না — যখন অনেকদিন পর কেউ ঘরে ফেরে।

পরদিন সকালে সে আবার শায়খের কাছে গেল।

কিছু বলল না।

শুধু বসে রইল।

শায়খ তার দিকে তাকালেন। হাসলেন। বললেন:

“এখন তোমার চোখ বদলে গেছে। গতকাল তুমি এসেছিলে উত্তর নিতে। আজ এসেছ শুনতে।”

তরুণ জিজ্ঞেস করল: *“শায়খ, এই পার্থক্যটা কখন হলো?”*

আবু সাঈদ বললেন:

“যখন তুমি কুরআনকে তথ্য হিসেবে না পড়ে — চিঠি হিসেবে পড়লে।”

সেই তরুণ অনেক বড় আলেম হয়েছিল পরে।

কিন্তু সে কখনো ভুলেনি সেই রাতের কথা — যে রাতে সে শুধু একটি আয়াত পড়েছিল, আর পুরো আকাশ যেন তার বুকের ভেতরে নেমে এসেছিল।

“ইলমের শুরু হলো চুপ থাকা। তারপর মনোযোগ দিয়ে শোনা। তারপর মুখস্থ করা। তারপর আমল করা। তারপর ছড়িয়ে দেওয়া।”

— ইমাম ইবনুল জাওযি রহ., আল-লাতাইফ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

“নিশ্চয়ই এই কুরআনে যা আছে তা দিয়ে আমরা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এবং একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছি সেই কওমের জন্য যারা ইবাদত করে।”

— সূরা মারইয়াম, ১৯:৯৭

সূত্র: আল-লাতাইফ ফিল ওয়াআজ, ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ (৫০৮–৫৯৭ হি.)

https://www.facebook.com/share/p/1kgaPo3TDq/